2-6 APR 2014

সংবাদ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

যশোরে প্রধানমন্ত্রীর নামে স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করেছেন আ'লীগ নেতারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে ভুয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলে সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ নিয়েছে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা। ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে 'শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়' নামে ভুয়া একটি স্কুলের উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদ থেকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ নিয়েছে এ প্রতারকচক্রটি। ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টাকা তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে তারা। কিন্তু বাস্তবে সে গ্রামে এ নামে কোন স্কুল নেই। শিক্ষা কর্মকর্তাদের ধোঁকা দিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে তারা। জেলা পরিষদ সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ নেতা কাগজে-কলমে শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে একটি ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখায়। এ অপকর্মের মূল হোতা আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি নিজেকে শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি এবং শাহনাজ পারভিন নামে একজনকে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দেখানো হয়। অসাধু এ চক্রটি এ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের

আত্মসাৎ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

আত্মসাৎ : করেছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবেদন করে যশোর জেলা পরিষদের কাছে। তাদের আবেদনপত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোস্তফা ফারুক আহমেদ অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর নামে বিদ্যালয় হওয়ায় এবং 'স্থানীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ থাকায় জেলা পরিষদও দ্রুত 'শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়'এর নামে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালি ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে 'শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়' নামে কোন বিদ্যালয় নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ এমন বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব নেই বলে জানান। তারা বলেন, এ গ্রামে এ নামে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা আমরা কেউ জানি না।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে গদখালি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহাব উদ্দিন জানান, তার ইউনিয়নে শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে কোন বিদ্যালয় এখন চালু আছে বলে তার জানা নেই। বহুদিন আগে কামারপাড়া গ্রামে ঐ নামে একটি স্কুল করা হয়েছিল বলে শুনেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষিকা শাহনাজ পারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এএফএম জিল্লুর রশিদ বলেন, 'শেখ হাসিনা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়' নামে ঝিকরগাছা উপজেলায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী নুরুল ইসলাম জানান, নিয়ম অনুযায়ী টাকা বরাদ্দের আগে আড়াইশ' টাকার স্ট্যাম্পে আবেদনকারীর সঙ্গে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ওই চুক্তিনামার প্রধান শর্ত হলো বরাদ্দকৃত টাকা তুলে সঠিকভাবে কাজ না করলে জেলা পরিষদ অনুদান গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে। টাকা বরাদ্দের পর ওই বিদ্যালয়ের অনুকূলে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কাজের অগ্রগতি রিপোর্ট না দেয়ায় জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন উপসহকারী প্রকৌশলী দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করানো হলে প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়ে। পরে কথিত ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষিকা বরাবর পাঁচবার চিঠি দেয়া হলেও এ পর্যন্ত কেউ চিঠির জবাব দেয়নি এবং অফিসে যোগাযোগও করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুদানের বাকি ২৫ হাজার টাকা আটকে দেয়া হয়েছে। টাকা গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান।